দোহানাগিরাট মাদ্রাসায় পুরস্কার বিতরণী ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দোহানাগিরাট তালিমুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে বুধবার বেলা তিনটায় এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়াম্যান এম হাকিম আহমেদ,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী বিদ্যুত শৈলকুপা জোনাল অফিসের ডিজিএম মিজানুর রহমান ,ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল.শৈলকুপা পল্লী বিদ্যুত সমিতির সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল পান্না প্রমুখ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব সভাপতি এম হাসান মুসা ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আক্তার পলাশ,সাবেক স্বেচ্ছাসেবকলীগ সভাপতি কাজী নওরোজ, সভাপতি জুয়েল পারভেজ কর্ণেল, ইউপি সদস্য আবু বকর,মিন্টু মিয়া, আঃ সালাম ও এলাকার সুশীল সমাজের একাংশসহ মাদরাসার ছাত্রছাত্রীরা। সভাপতিত্ব করেন আব্দুস সবুর বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জরিপ বিশ্বাস ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও অত্র মাদরাসার কার্য নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল হোসেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

শৈলকুপায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের

অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন তন্ময় মজুমদার। তিনি শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামের তুষার কান্তি মজুমদারের ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে চিন্ময় কুমার মজুমদার, তুষার কান্তি, অমলা রানী মজুমদার ও তাপসি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তন্ময় মজুমদার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের নির্দেশে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আমাকে ফরিদ মেম্বর ও মাহাতাব খা শ্রীপুর বাজারে ডেকে নিয়ে জোর পুর্বক স্ট্যম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এ ঘটনায় আমার পিতা তুষার কান্তি মজুমদার নিজের প্রাণ রক্ষা ও শিমুলের হাত থেকে জমিজমা রক্ষার স্বার্থে আমার নামে মামলা করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আমি ২০২১ সালের ১৫ মার্চ থেকে এ বছরের ২৬ সেপ্টম্বর পর্যন্ত কারাভোগ করি। কারাগারে থাকা অবস্থায় শিমুলের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে। ২০২১ সালের ৫ জুলাই শিমুলের লোকজন বাড়িতে হামলা করেই ক্ষ্যন্ত হয়নি, মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করতে থাকে। তারা পুকরের মাছ ও গাছের নারিকেল লুটপাট করে।

তন্ময় অভিযোগ করেন, আলফাপুর রত্নহাট বগুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চল্লিশ শতক জমি দান করা হলেও দাতা সদস্য হিসেবে তার পিতার কোন নাম রাখেনি। লিখিত বক্তব্যে দাবী করা হয়, এলাকার আতিয়ার, লাল মিয়া, কামাল ও বিল্লাল আমাদের বেদখরকৃত জমি ফেরৎ দিবে বলে কথা দিলেও যুবলীগ নেতা শিমুলের কারণে জমি ফেরৎ দিচ্ছে না। এছাড়া দুইটি পুকুরের লীজের টাকাও তিনি দিচ্ছে না। তন্ময় মজুমদার শিমুল ও তার দলবলের হাত থেকে এই সংখ্যালঘু পরিবারকে রক্ষার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তেক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল তার বিরুদ্ধে

উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমি কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছবি ও রাজনৈতিক পদপদবী উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে এটা নিন্দনীয় বলে মনে করি। আমি দুই পক্ষকে ডেকে একটি সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা প্রতিকুলতার কারণে বিষয়টি সমাধান সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে তন্ময় মজুমদারের পরিবারের বিরুদ্ধে জমি বিক্রি নিয়ে নয়ছয় করার অভিযোগ আছে। তন্ময় মজুমদারের সংবাদ সম্মেলেন করার পরপরই তার প্রতিপক্ষ মাহাতাব খাঁ সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি দাবী করেন তন্ময় মজুদমার জমি বিক্রির জন্য অঙ্গিকারনামা সম্পাদন করলেও তিনি টাকা নিয়ে জমি দিচ্ছেন না। তন্ময় মজুমদার তাদের কাছ থেকে দুই লাখ আশি হাজার টাকায় জমি বিক্রির চুক্তি করে অগ্রিম দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা নগদ গ্রহন করেন। বাকী ষাট হাজার টাকা জমি রেজিষ্ট্রির সময় নিবেন বলে অঙ্গিকারনামায় উল্লেখ করেন। এদিকে মাহাতাব খাঁ যে অঙ্গিকারনামা সংবাদ সম্মেলনে প্রদর্শন করেন তাতে জমির পরিমান ২৯ শতকের স্থলে ৬৯ শতক লেখা হয়েছে।

এছাড়া অঙ্গিকার নামায় বেশকিছু ভুলভ্রান্তি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন মাহতাব খা। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থি ছিলেন প্রতিবেশি শরিফুল ইসলাম, মুক্তার খা, মা রাজিয়া খাতুন ও নারজিনা খাতুন।

শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর গ্রেফতার ৩

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। তবে এখনও পলাতক রয়েছে প্রধান পরিকল্পনাকারী ও ইন্ধনদাতা শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের

সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস। তার ইন্ধনে গ্রেফতারকৃতরা কালীমূর্তি ভাংচুর করা হয় বলে পুলিশী তদন্তে উঠে এসেছে।

রোববার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান গনমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ৬ অক্টোবর রাতে শৈলকুপা উপজেলার ডাউটিয়া গ্রামে শতবছরের পুরোনো কালীমন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন মন্দির কমিটির সভাপতি সুকুমার মন্ডল বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট গত ১২ অক্টোবর শৈলকুপার উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কুশাবাড়ীয়া গ্রাম থেকে এস এম আরব আলীর ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান হিরোকে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক চাচাতো ভাই একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদ ও পাঞ্জাবী আলী খানের ছেলে তুষারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জেলা পুলিশেরে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ৬ অক্টোবর শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস ও জিনারুল গড়াই নদীতে নৌকায় ১৫/১৬ জন যুবতী মেয়ে নিয়ে অশ্লীল নাচ ও জুয়া খেলার আয়োজন করে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, সাউন্ডবক্সসহ ২ টি ট্রলার জব্দ করে।

এ ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হয় শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস। পুলিশকে বিতর্কিত ও শায়েস্তা করতে কালীমূর্তি ভাংচুরের পরিকল্পনা করে সে। যা বাস্তবায়ন করে গ্রেফতারকৃত ৩ জন। তবে এখনও পলাতক রয়েছে প্রধান পরিকল্পনাকারী দিনার বিশ্বাস।

শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।

শৈলকুপায় বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর,লুটপাট নারীসহ আহত ১৫

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে উভয় পক্ষের নারীসহ অন্তত ১৫ জন।

গত রোববার রাতে শৈলকুপা উপজেলার ৮ নং ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কামারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, গত ৫ জানুয়ারি ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামের বিজয়ী ইউপি সদস্য রতন কুন্ডু ও পরাজিত সদস্য লক্ষীকান্তের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিল। কয়েকদিন আগে লক্ষীকান্তের সমর্থক সুশান্ত মন্ডল পাশর্^বর্তী রত্নাট গ্রাম থেকে কয়েকজন যুবককে নিয়ে কামারিয়া গ্রামে চায়ের দোকানে মহড়া দেয়।

স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরই জের ধরে রাতে তারা ওই গ্রামে হামলা চালিয়ে ৬টি বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট

করে। মারধরে আহত হয় নারীসহ অন্তত ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবী জানিয়েছেন ভক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী কামারিয়া গ্রামের সুনীল জানান, কে বা কারা পিছন থেকে এসে আমার মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যায়। তবে কে আঘাত করলো আমি দেখতে পাইনি। ধলহরাচন্দ্র ইউপি মেম্বর রতন কুন্ডু বলেন, পাশ^বর্তী ইউনিয়নের ফরিদ মুন্সীর নেতৃত্বে লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ঘরে হামলা ও লুটপাট করে পালিয়ে যায়।

বগুড়া ইউপি মেম্বর ফরিদ মুন্সী বলেন, আমার নেতৃত্বে কামারিয়া গ্রামে কোন হামলা হয়নি। ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এঘটনা ঘটিয়ে আমার উপর দোষ চাপাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সাথে জড়িত না।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, কামারিয়া গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটেছে তবে এ ঘটনায় এখনো কোন মামলা হয়নি। ওখানে আমাদের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত আছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা; পুলিশ বলছে পূর্ব শত্রুতার জের

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক সমর্থক কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম জানিক শেখ, সে সারুটিয়া ইউনিয়নের পুরাতন বাখরবা গ্রামের ইবাদত শেখের ছেলে।

রবিবার ভোর ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে নিজ গ্রাম থেকে তাকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে মুমুর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়। সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে

রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয় ।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার পুরাতন বাখরবা গ্রামের জানিক শেখ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়। রাত ১০টার দিকে রাস্তার পাশে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। সে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ।

নিহত জানিক শেখ স্বতন্ত্র আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নুর পক্ষে নিয়মিত প্রচার প্রচারনায় অংশ নিত এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জুলফিকার কায়সার টিপুর একজন সক্রিয় কর্মী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক বলে পরিবার জানিয়েছে । নিহতের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন জানান, নৌকা প্রতিকের কর্মী- সমর্থকরা তার স্বামী কে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

এদিকে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে।

শৈলকুপাতে প্রথা ভেঙ্গে কনেযাত্রী এলেন বরের বাড়ী

বিয়ের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে আবারো কনে ইতি সেলিনা এলো বিয়ে করতে বর সাংবাদিক এম এ মালেক শান্ত’র বাড়ি। ইতোমধ্যে এই বিয়ে নিয়ে এলাকায় তৈরী হয়েছে নানা আলোচনা ও সমালোচনা।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকার ইউএনও”র গাড়ী চালক আব্দুল কাদেরের মেয়ে ইতি সেলিনা ও একই জেলার মনোহরপুর গ্রামের সামসুদ্দিন লস্করের পুত্র দীপ্ত টিভির সাংবাদিক এম এ মালেক শান্তর এই অসম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য সহযাত্রীদের নিয়ে কনের বাড়ী যান বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। কনে ইতি সেলিনা এক্ষেত্রে তার সহযাত্রীদের নিয়ে বরের বাড়ীতে হাজির হন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে।

প্রথাগতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশমুখে যেভাবে বরকে বরণ করা হয়, তেমনি এই বিয়েতেও কনেকে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেন বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন।

এরপর বর কনে আসনে বসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। সব অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয় এবং কনে থেকে যান ছেলের বাড়ীতে।

ব্যতিক্রমধর্মী এই বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহের কমতি ছিলনা । বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে বরের বাড়ীতে যেমন উৎসাহী জনতা ভিড় ছিল তেমনি কনের বাসাতেও অনেক মানুষ জড়ো হন ।এই প্রথার বাইরের বিয়ের প্রস্তাবটি আসে মূলত বর শান্তর পক্ষ থেকে। তারা চেয়েছেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

এ ব্যাপারে কনে সেলিনা বলেন “ছেলেরা যদি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে তাহলে মেয়েরা কেন পারবেনা। নতুন সিস্টেমে বিয়ে করতে পেরে আমি অনেক খুশি। প্রথমে ভেবেছিলাম এভাবে বিয়ে করবো, ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরে আমি রাজী হই। এমন আনকমনভাবে বিয়ে এর আগে আর কেউ করেনি। বিয়েতে এজন্য অনেক আনন্দ হয়েছে।”শুরুতে দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী আপত্তি জানালেও পরে তারা রাজী হন এবং সাদরেই এই প্রস্তাাবকে গ্রহণ করেন।

“পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বহিঃপ্রকাশে এই প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করার বিষয়টিকে প্রতীকী” বলে জানিয়েছেন বর এম এ মালেক শান্ত।

এর আগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের এক দম্পত্তি এই প্রধা ভেঙ্গে বিয়ে করে বিশ্বব্যাপি সমালোচিত হন।

শৈলকুপায় থানা পুলিশের দায়ের করা মামলায় ২৮ জন আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বর্তমান ও সাবেক চেয়াম্যানের মধ্যে আধিপত্য

শৈলকুপায় নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের রতনাট গ্রামে এলাকাবাসীর ব্যানারে তার সমর্থকরা এই কর্মসূচীর আয়োজন করে। ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় মাতব্বরসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ কর্মসুুচিতে অংশ নেয়।

এতে নব-নির্বাচিত ইউপি সদস্য তুহিন বিশ্বাস, সাবেক সদস্য কাজী মোহাম্মদ আলী, শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, স্থানীয় মাতব্বর চাঁদ আলী, ছবিরন নেছা, রুমি খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধন শেষে সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ৮ জানুয়ারি বগুড়া ইউনিয়নের আওধা গ্রামে কল্লোল খন্দকার নামের এক যুবক নিহত হয়। ঘটনার সময় বিনা ভোটে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল শৈলকুপা উপজেলা আইনশৃৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকলেও তাকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ষড়যন্ত্র দাবী করে বক্তারা দ্রুত এই মামলা প্রত্যাহার করে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান।

শৈলকুপায় ৪ দিনেও আটক হয়নি অবৈধ ঘাতক ট্রাক্টর

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক্টরে পিষ্ঠ হয়ে মারা যাওয়ার ৪দিন

অতিবাহিত হলেও ঘাতক ট্রাক্টরটি আটক করা হয়নি। বহাল তবিয়তে এখনো ট্রাক্টরটি আশা ইট ভাটা কাজীপাড়া শৈলকুপায় রয়েছে । ট্রাক্টরটি কেন আটক করা হচ্ছে না এ নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।

কিভাবে এই ঘাতক ট্রাক্টরটি সেনা সদস্যের স্ত্রীকে পিষে দিল তার ভিডিও ফুটেজ এখন শৈলকুপার সাধারণ মানুষের হাতে হাতে। ঘাতক ট্রাক্টরের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় ট্রাক্টরটি থানা হেফাজতে নিচ্ছে না বলে এলাকাবাসির অভিযোগ।

সেনা সদস্য রাজিবের চাচাত ভাই আবুল হোসেন বলেন, রাজিবের স্ত্রী মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে তার মাও মারা গিয়েছেন। আবার রাজিবের অবস্থাও আশংকাজনক তাই এখনো থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । তবে আমরা অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করবো।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, এখনো কোন অভিযোগ আসেনি তাই মামলা হয়নি। আমরা এই মারা যাওয়ার বিষয়ে কিছুই জানতাম না, আপনাদের মাধ্যমে শুনছি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইট ভাটার মাটি টানা ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মারা যায় এক সেনা সদস্যের স্ত্রী। শুক্রবার বিকালে আহত হওয়ার পর তাকে যশোর সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তিনি মারা যান। নিহত সেনা সদস্যের স্ত্রী শাহানারা (৩৫) খাতুন বালিয়াকান্দি উপজেলার চর দক্ষিণ বাড়ি গ্রামের মেছের আলীর মেয়ে। সেনা সদস্য রাজিব কালুখালী উপজেলার মোহনপুর গ্রামের তাজু মন্ডলের ছেলে। রাজিবও যশোর সিএম এইচ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে।